بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ৩০শে নবেম্বর ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ৩০শে নবুয়াত ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ১৪শ সংখ্যা
১৫ই ও ৩০শে ডিসেম্বর ঃ ১৫ই ও ৩০শে ফতাহ ঃ ১৫ ও ১৬শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইবরাহীম

৩য় রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩ ॥ এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা তাহাদের নিকট সমাগত রসুলগণকে বলিল, নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা (নিরুপায় হইয়া) আমাদের মতবাদে আবার ফিরিয়া আসিবে। ইহাতে

তাঁহাদের প্রভু তাঁহাদের নিকট ওহী নাযিল করিলেন যে নিশ্চয় আমরা অত্যাচারীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিব।

১৫ ॥ নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে তাহাদের (ধ্বংসের) পর এই দেশে বসতি দান করিব। এই (প্রতিশ্রুতি) তাহাদের জন্য যাহারা আমার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।

১৬ ॥ তাহারা বিজয় চাহিয়াছিল পরন্তু প্রত্যেক অহঙ্কারী (সত্যের) শত্রু ব্যর্থকাম হইল।

১৭ ॥ এই (পার্থিব শাস্তির) পর (তাহার জন্য) দোযখ রহিয়াছে, এবং তাহাকে অতি উষ্ণ জল পান করান হইবে।

১৮ ॥ সে উহা চুমুক চুমুক করিয়া পান করিবে সহজে উহা গলাধঃকরন করিতে পারিবে না এবং প্রত্যেক স্থান হইতে মৃত্যু তাহার সন্নিকট হইবে তথাপি সে মরিবে না। এবং ইহার পরও (তাহার জন্য) ভীষন শাস্তি (নির্দ্ধারিত আছে।

১৯ ॥ যাহারা তাহাদের প্রভুর (বিধানকে) অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কার্য্যসমূহ সেই ভস্মের মত যাহাকে ঝড়ের দিন বায়ু প্রবল বেগে (উড়াইয়া) লইয়া গিয়াছে। তাহারা (ভবিষ্যতের জন্য) যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা হইতে কোন অংশই তাহাদের আয়ত্তে আসিবে না। ইহাই চরম বিফলতা।

২০ ॥ (হে পাঠক) তুমি কি (চিন্তা করিয়া) দেখ নাই যে, আল্লাহতায়ালা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে দূর করিয়া দিবেন এবং (তোমাদের স্থলে অন্য) নতুন সৃষ্ট আনয়ন করিবেন।

২১ ॥ এবং ইহা আল্লাহর পক্ষে অসাধ্য নহে।

২২ ॥ এবং তাহারা সকলেই আল্লাহর সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়াইবে। তৎপর দুর্বলগণ যাহারা অহঙ্কার করিত তাহাদিগকে বলিবে আমরা তোমাদের অনুগামী ছিলাম। অতএব (এখন) তোমরা কি আমাদের উপর হইতে আল্লাহর শাস্তি সামান্য পরিমাণও দূর করিতে পারিবে? তাহারা বলিবে যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে পথ দেখাইতেন তবে অবশ্য আমরাও তোমাদিগকে পথ দেখাইতাম। আমরা অধীর হই অথবা ধৈর্য ধারণ করি আমাদের জন্য (উভয়ই) সমান (এখন) আমাদের বাঁচিবার কোন উপায় নাই।

(ক্রমশঃ)

★

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

হে আমীর, বাদশাহ্ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ !

হে আমীর, বাদশাহ্ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ ! আপনাদের মধ্যে এরূপ অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা খোদাতা'লাকে ভয় করেন এবং তাঁহার পথসমূহে সত্যতা ও সাধুতা অবলম্বন করিয়া চলেন। অনেকেই দুনিয়ার সম্পদ এবং দুনিয়ার ঐশ্বর্যে মত্ত হইয়া আছে এবং তাহাতেই জীবন নিঃশেষ করিতেছে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করিতেছে না। প্রত্যেক আমীর বা ধনাঢ্য ব্যক্তি যে নামায পড়ে না এবং খোদাতা'লার 'পরওয়া' করে না, তাহার সমস্ত (বেনামাযী) ভৃত্য এবং কর্মচারীদের পাপ তাহার স্কন্ধে ন্যাস্ত হইবে। যে আমীর সুরা পান করে, তাহার স্কন্ধে ঐ সকল লোকের পাপও ন্যাস্ত হইবে, যাহারা তাহার অধীনে থাকিয়া সুরা পান করিয়া থাকে। হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ! এই দুনিয়া চিরকাল থাকিবার জায়গা নহে, তোমরা সাবধান হও, সকল অন্যায়াচরণ পরিহার কর এবং সকল মাদক দ্রব্য বর্জন কর। মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্য কেবল সুরাপানই নহে, বরং অহিফেন, গাঁজা, চড়স, ভাঙ, তাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের মাদক দ্রব্য, যাহা সর্বদা ব্যবহারের অভ্যাস করিয়া লওয়া হয়, মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। অতএব তোমরা এসব হইতে দূরে থাক। আমি বুঝিতে পারি না তোমরা কেন এসব দ্রব্য ব্যবহার কর। ইহাদের কুফলে প্রত্যেক বৎসর তোমাদের মত সহস্র সহস্র নেশায়-অভ্যস্ত লোক এই জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে। পরকালের আযাব'ত পৃথক রহিয়াছে। সংযমী হও, যেন তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয়, এবং তোমরা খোদাতা'লার আশিস প্রাপ্ত হও, অতিরিক্ত ভোগবিলাসে রত জীবন অভিশপ্ত। অতিরিক্ত দুর্নীতি-পরায়ণ ও নির্দয় জীবন অভিশপ্ত। খোদা-তালা'র প্রতি কর্তব্য পালন বা তাঁহার বান্দাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হইতে অতিরিক্ত উদাসীন জীবন অভিশপ্ত। খোদাতা'লার হক এবং তাঁহার বান্দাগণের হক সম্বন্ধে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ঠিক তদ্রূপই প্রশ্ন করা হইবে, যদ্রূপ একজন ফকিরকে করা হইবে, বরং তদাপেক্ষাও অধিক। অতএব সেই ব্যক্তি কত হতভাগ্য যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ভরসা করিয়া খোদাতা'লা হইতে বিমুখ হয়, এবং খোদাতা'লার নিষিদ্ধ বস্তু এরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে, যেন সেই নিষিদ্ধ বস্তু তাহার পক্ষে 'হালাল' বা বৈধ। যে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পাগলের মত কাহাকেও গালি দিতে, কাহাকেও আহত করিতে, কাহাকেও নিহত করিতে উদ্যত হয় এবং কামঃপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় নির্লজ্জ ব্যবহারের একশেষ করে, সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনো প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারিবে না।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অন্তর্মুখী

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

একটি জিজ্ঞাসা ঃ

২৯শে আগষ্টের "১৯৬৯" একটি সংবাদে দেখা যায় পাকিস্তান আনবিক শক্তি কমিশনের প্রধান জনাব ডাঃ আই, এইচ, ওসমানি পাকিস্তান বিজ্ঞানিদের এক সমবেশে বলেন পাকিস্তানিরা বছরে ১০০ কোটি টাকার ধুমপান. ৩৬ কোটি টাকার পান খায় এবং ৪ কোটি টাকার মদ পান করে থাকে। তিনি ঠাট্টা করে বলেন, যে দেশের লোক এমনিভাবে ১৪০ কোটি টাকা খরচ করতে পারে সে দেশকে খুব গরীব বলে গণ্য করা যায় না। তিনি আরো বলেন এই খরচের শতকরা ৩০ ভাগও যদি বাঁচায়ে আমরা গবেষণার কাজে লাগাতুম তবে চতুর্থ পরিক্লপনায় আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কয়টি গবেষণাগার স্থাপন এবং ঐসবের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানিদের জন্য প্রশিক্ষন ব্যবস্থা করা যেতো। বিদেশে আমাদের যেসব বিজ্ঞানি রয়েছেন তাঁহাদের ডেকে আনা যেতো। তা'ছাড়া কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত করা যেতো।

ডাঃ ওসমান জাতির সামনে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে ধরেছেন। সমস্যাটির এর চেয়েও আরো

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(অমৃত বাণীর অবশিষ্ট)

হে প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা অল্পদিনের জন্য এই দুনিয়াতে আসিয়াছ এবং তাহারাও অনেকখানি অংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরা নিজ প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিও না। যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন মানবীয় গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হয়, তবে উহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। অতএব ভাবিয়া দেখ, খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি হইতে তোমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পার? যদি তোমরা খোদাতা'লার দৃষ্টিতে 'মুত্তাকী' বা ধর্মপরায়ণ বলিয়া পরিগণিত হও, তবে কেহই তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। খোদাতা'লা স্বয়ং তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এবং যে শত্রু তোমাদের প্রাণ নাশের চেষ্টায় আছে, সে তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। নচেৎ তোমাদের প্রাণের রক্ষক কেহই নাই, এবং তোমরা শত্রুর ভয়ে বা অন্যান্য বিপদে পতিত হইয়া অশান্তির জীবন যাপন করিবে, এবং তোমাদের জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখে ও ক্ষোভে অতিবাহিত হইবে। যাঁহারা খোদাতা'লার হইয়া যান, খোদাতা'লা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা হইয়া থাকেন। অতএব, খোদাতা'লার দিকে এস এবং তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিরোধ-ভাব পরিহার কর, এবং তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করিও না এবং তাঁহার বান্দাগণের প্রতি মুখ বা হস্ত দ্বারা জুলুম করিও না, এবং স্বর্গীয় কোপ ও রোষকে ভয় করিতে থাক; ইহাই নাজাত বা মুক্তি লাভের পথ।

★

জ্ঞান বিজ্ঞানে

মুসলমানের অবদান

—সরফরাজ এম, এ, সাত্তার

সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন জ্ঞান বিজ্ঞানের উজ্জ্বল মশাল হস্তে নিয়ে মুসলমানগণ আবির্ভূত হয় ইউরোপীয় ভূখণ্ডে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা ইউরোপের বুকে সভ্যতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের আনুকুল্যে বহু বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার ফলে ইউরোপের বুকে মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টি প্রসার লাভ করে। তাঁদের সংস্পর্শে এসেই ইউরোপীয়গণের জাতীয় জীবনে উৎকর্ষ সাধিত হয়। তৎকালে স্পেন ও বাগদাদ নগরী সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টির অর্ন্তনিহিত সত্ত্বার অনুকরণের লালসায় ইউরোপীয়গণ স্পেনের মুরীয় কর্ডোভা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে দলে দলে যোগদান করতে থাকে। তখন এক কর্ডোভা নগরীতেই বিভিন্ন মুসলমান শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ দ্বারা পঞ্চ লক্ষাধিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কায়রোর লাইব্রেরীতে কুড়িলক্ষ গ্রন্থ ছিল, তন্মধ্যে জ্যোতিষ ও গণিত বিষয়েই ছয় হাজার। মুসলমানগণের কৃষ্টি ও সভ্যতায় মুগ্ধ হয়ে ইউরোপীয়গণ অচিরেই ফ্রেডারিকের আনুকুল্যে দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ মূল আরবী ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করে। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্র সিসিলি থেকে মহান ফ্রেডারিকের বদন্যতায় মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞান অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞান ইউরোপীয়গণের জাতীয় জীবনে নব প্রেরণা ও উদ্দীপনা আনয়ন করে, এবং সাহিত্য, গণিত, শিল্প,

---

(অন্তর মূখীর অবশিষ্ট)

গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। তা'হলো এদেশের কোটি কোটি লোক অনাহার অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। অথচ তামাক, পান ইত্যাদি ফসল যে পরিমান জমিতে চাষ হয় তাতে যদি খাদ্য শস্যের উৎপাদন করা হতো তবে লক্ষ লক্ষ লোকের খাদ্যের সংস্থান করা যেতো। ক্ষুধার দুর্বিসহ দংশন হতে তারা মুক্তি পেতো।

আলোচনা না বাড়ায়ে এখানে যেকয়টি বিষয়ের প্রতি দেশবাসির দৃষ্টি অকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করছি তা হলো এসব নেশা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মোটেও অপরিহার্য নয় বরং এগুলো বহু জটিল রোগের আক্রমনের সহায়ক বলে বিজ্ঞানিরা মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জাতি যদি এসবের নেশা হতে যদি মুক্ত হতে পারে তবে একাধারে খাদ্য সমস্যার সমাধান ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে, অপর দিকে স্বাস্থ্য উন্নয়নেও এগিয়ে যেতে পারে। মদের নেশা বহু পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি করে।

সমূহ অকল্যাণের দিক বিবেচনা করেই ইসলাম মানুষকে এসব নেশা হতে বেঁচে থাকার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে। এই তাগিদের পেছনে যে কত গভীরভাবে মানবকল্যাণ নিহীত রয়েছে তা ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র প্রপীড়িত, উন্নয়নকামী দেশ পাকিস্তানের নাগরিকদের উপলব্ধি করা যে কত প্রয়োজন এ জিজ্ঞাসা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি কি?

★

বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতিতে এক বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানে ইউরোপীয়গণ সে এত উৎকর্ষ সাধন করেছে তা মুসলমানদেরই অবদান। মুসলমানগণের জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা ও কৃষ্টি থেকেই তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি জন্মলাভ করেছে। এক কথায় মুসলমানগণ ইউরোপীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার জনক স্বরূপ। মুসলমানদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যের অপরিসীম অবদানের উপর ভিত্তি করেই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা প্রসার লাভ করেছে, তাদের জীবন ধারা জীবন দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিশ্ববরেণ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত মাহাত্মা ক্যাসিরি বলেন, "ইউরোপীয় আধুনিকতম একান্ত প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির অধিকাংশই মুরীর স্পেনের বিজ্ঞান ক্ষেত্রেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যাবতীয় আবিষ্কারের মূলেও মুসলমানগণের প্রভাব বিদ্যমান। তড়িৎ সহযোগে সংবাদ প্রেরিত হতে পারে ইহা মুসলমানদের অজানা ছিল না। ভারযুক্ত দোলকের সাহায্যে সময় নিরূপণ করা যায় তাও স্পেনীয় মুসলমানগণ প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথাও মুরীর বৈজ্ঞানিকদের অবিদিত নহে।" ফলতঃ মুসলেম বিজ্ঞানই বর্ত্তমান এই যাবতীয় উন্নতির মূল। সমুন্নতির যুগে মুসলেম সমাজে কত পণ্ডিত আবির্ভূত হয়ে নিগুঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করেছেন, তা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। মুসলমানগণই জগদ্বাসীকে রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। উহাদের উন্নত মস্তিষ্ক প্রসূত এই জ্ঞান মানব জাতিকে কতখানি উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। একজন বনিক কর্ত্তৃক উহা আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে যে, উক্ত আরবীয় বনিক একদা কতক আরবীয় অশ্ব বিক্রয়ার্থে অন্যত্র যেতে ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন যে, অশ্ব-পদক্ষুরে ব্যবহৃত লৌহ স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করেছে। পরীক্ষা করে উহা তাঁর প্রকৃতই স্বর্ণ বলে অনুমিতি হয়। অতঃপর তিনি চিন্তা করেন যে, পথে অমন কোন জিনিষের সহিত অশ্বপদলৌহের স্পর্শণ লাভ ঘটেছে যাতে উহা সুবর্ণ হয়ে গিয়াছে। তৎপর তিনি ব্যবসা ত্যাগ করে উহার পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এইরূপে রসায়ন শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। উহার আরবী নাম কিমিয়া এবং এই কিমিয়া থেকেই কেমিষ্ট্রি নাম করণ হয়েছে। সিরিয়া নগরের জামে মসজিদে আবুরিয়াস নামক মনুষ্যাকৃতি বিশিষ্ট বায়ুর গতি নির্ণায়ক একটি যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। বায়ুর গতি যখন যে দিকে প্রধাবিত হত তখন মনুষ্যাকৃতি মূর্ত্তিটির হস্তের আঙ্গুলিদ্বয়ও ঠিক সেই দিকে ঝুকে পড়ত। ইহার আঙ্গুলি সঙ্কেতে বায়ুর গতি কোন দিকে তা অনায়াসেই বুঝা যেত। মুসলমানগণই সর্ব-প্রথম ঘড়ির আবিস্কার করেন। তাঁদের সমুন্নতির যুগে যে সকল ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়ে জগৎকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করে দিয়েছিল, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান সেই সকল ঘড়ির নির্ম্মাণ কার্য্য তো দূরের কথা উহা কল্পনায়ও আঁকতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। মোস্তান সারিয়ার শিক্ষাগারে এমন একটি আশ্চর্য্য ধরণের ঘড়ি সংস্থাপিত হয়েছিল যে, উক্ত ঘড়িতে যখন ঘণ্টা বাজবার সময় হত তখন অপনা থেকেই একটি দরজা খুলে যেত এবং এই পথে ঘড়ির ভেতর থেকে কতক সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য বের হয়ে যথা সংখ্যক ঘণ্টা বাজিয়ে দিত। তৎপর উহারা ঘড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হ'লে দরজা বন্ধ হয়ে যেত। দামেস্ক নগরের জামে মসজিদেও এইরূপ আশ্চর্য্য ধরণের একটি ঘড়ি স্থাপিত হয়েছিল। পাথরের ছায়া যে কিরূপে সময় নির্দ্দেশ করত তা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। উহাতে গ্রীষ্ম, বর্ষাদি ঋতু এবং শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষ ভেদে কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় নাই। মুসলেম বিজ্ঞানে চরমোন্নতির ইহাও একটি প্রধানতম নিদর্শণ। মুসলমানগণই সর্ব

প্রথম পানির কল আবিষ্কার করেন এবং এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে স্থাপন করেন। এরূপ উন্নত ধরণের পানি সরবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন যে একাল পর্য্যন্ত দামাস্কাসের অতি দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ীতেও এক একটি পানির ফোয়ারা বিদ্ধমান রয়েছে। পাক-ভারত সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব কালে আগ্রায় তাজমহলের পার্শ্বে এমন একটি বিস্ময়কর হাম্মাম সংস্থাপন করা হয়েছিল। উহার একটি নলে গরম ও অপরটিতে ঠাণ্ডা পানি উত্থিত হতো। অদ্যাপি উক্ত হাম্মামে যমুনার পানি সিঞ্চিত হয়ে থাকে। কলকারখানা এমন ভগ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ তথাপিও হাম্মামের জলাধারে যমুনার পানি উত্থিত হয়। সমুন্নতির যুগে মুসলমানগণই এনামিলিং ও ইস্পাত ধাতু আবিষ্কার করে জগদ্বাসীর যে কি মহদোপকার সাধিত করেছেন, তা অবর্নীয়। পণ্ডিতকুল শিরোমণি মহাত্মা আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তিনি বলেছেন, অনুবীক্ষণ যন্ত্র একটা নল বিশেষ তার উভয় প্রান্তে আলোকের বিষম গতি বিধায়িনী যন্ত্র সংযুক্ত থাকে। ভবিষ্যৎকালে এইসকল নলের উৎকর্ষতা সাধিত হয়ে মারাবা ও কায়রোর মানমন্দিরে কৃত-কর্য্যতার সহিত ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্ত্তমান সভ্য জগৎ এই যন্ত্রের সাহায্যে নিত্য নূতন নূতন অবিস্কারে জগতে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করছে তা আবুল হাসানেরই প্রভাব। ইহা ব্যতীত তিনি আরও অনেক অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র ও তত্ত্বসমূহ আবিস্কার করেছিলেন। তিনি পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক নানা অভিনব তত্ত্বের আবিস্কার করে তদানীন্তন গ্রীক পণ্ডিতগণকে স্তম্ভিত করে দিয়াছিলেন। বায়ুর বক্রগতি, চক্ষুর দর্শনানুভূতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে গ্রীক পণ্ডিতদিগের ভ্রম অপোনদন করে দিয়েছিলেন। ভাসমান ও নিমর্জ্জমান পদার্থের শক্তি পতনশীল পদার্থের গতি এবং পথের পরিমাণ ও পতন কাল ইত্যাদি নিরীক্ষণ করে আবুল হাসানই সর্বপ্রথম মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তাঁর "জ্ঞানের তুলাদণ্ড" নামক গ্রন্থে গতিশক্তি গণিত সম্বন্ধে এক বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশ করেন।

সমুদ্র পথে যাতায়াতের অসুবিধা দূর করার জন্যে মুসলমানগণই সর্ব প্রথম কম্পাস বা দিক দর্শন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের আবিস্কার না হলে সমুদ্র ভ্রমণ কখনও নিরাপদ হত না। বিশেষতঃ গগণ বিহারী তরুণ বৈজ্ঞানিক দল চোখে আঁধার দেখতেন এবং তাদের আকাশ ভ্রমণের সাধ মনেই চেপে রাখতে হত। মিশর দেশীয় বিজ্ঞানকুল রত্ন মহাত্মা ইব্‌নে ইউনুস দোলক যন্ত্রের আবিস্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে কেমন করে সময় নিরূপন করা যায় তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাছাড়া তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহ জ্যোতিষের বহু পুরাতন ভ্রম প্রমাদ দূর করে উহাকে নব-জীবন দান করেন। মহাত্মা জোষায়মা সর্ব প্রথম দূর নিক্ষেপণ যন্ত্রের আবিস্কার করেন। ইহার সাহায্যে অত্যন্ত ভারী দ্রব্যও সহজে উর্দ্ধে ও দূরে নিক্ষেপ করা যায়। পাদুকা এবং মোম বাতি প্রস্তুত করার প্রণালীও জোষায়মা কর্ত্তৃক আবিস্কৃত হয়। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সর্ব প্রথম কাগজের কল আবিস্কৃত হয় এবং বিভিন্ন নগরে সংস্থাপিত হয়। স্পেনীয় মুসলমানগণই সর্ব প্রথম কামান ও বারুদের আবিস্কার এবং ব্যবহার করেন। মিশর দেশেই প্রথম কামানের ব্যবহার হয়। "জড় পদার্থ কথা কয়" এই সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে মুসলমানদিগকে যাদুকর ইত্যাদি নানা আখ্যায় আখ্যায়িত হতে হয়েছিল। আজ তেরশত বছর পর বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্রের চোখে সেই সত্যই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। মুসলমানগণই সর্ব প্রথম বায়ু প্রবাহে আকাশ পথে ভ্রমনের উপায় আবিস্কার করেন। এই সমস্ত আবিস্কার ব্যতিত মুসলমানগণ জ্যোতিষ, গণিত, জ্যামিতি ত্রিকোণমিতির নানা সূক্ষতত্ব আবিস্কার করে জগদ্বাসীর উন্নতির পথ সুগম করে দিয়েছেন।

★

بسم الله الرحمن الرحيم

[ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক তরবীয়তি ক্লাশ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাননীয় সদর সাহেবের পয়গাম]

আমার স্নেহের ভাইগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

আমি ইহা জানিতে পারিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি যে, পূর্ব পাকিস্তান খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মেম্বারগণ রমজান মাসের পবিত্র দিনে একটি তরবিয়তী ক্লাশের জন্য একত্রিত হইতেছেন।

আপনারা এই ক্লাশে অন্যান্য জিনিষ শিখিবার সাথে সাথে নিজের আত্মশুদ্ধির দিকে ও বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

নামাজকে উহার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সহিত এবং উহার তথ্য বুঝিয়া আদায় করিবেন। নামাজে বেশী বেশী দোয়া করিবেন, আহ্‌মদীয়ত তথা ইসলামের বিজয়ের জন্য, নিজের দেশের দৃঢ়তার জন্য, নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য এবং নিজের কল্যাণ লাভের জন্য এসতেগফার, দরুদ, তস্‌বীহ এবং তাহ্‌মীদের উপর জোর দিবেন। নিজের সময়কে নষ্ট হইতে দিবেন না। প্রতিদিন রাত্রিতে শুইবার পূর্বে নিজ আমলের হিসাব নিকাশ নিবেন যে, আপনি দিনে কি কি ভাল কাজ করিয়াছেন, এবং কোন কাজগুলি করা উচিত ছিল না। কোন ভাল কাজগুলি আপনার করা উচিত ছিল, এবং আপনি সেইগুলি করতে পারিতেন, অথচ আপনি উহা করেন নাই।

বহু মজলিশের মেম্বারগণ একত্রিত হইতেছেন, নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং স্নেহ-মমতাকে বাড়াইবার চেষ্টা করুন। এই রকম একত্রিত হ'বার সুযোগ কখনও কখনও আসে। আপনারা চেষ্টা করুন যেন ক্লাশ শেষ হইবার পর, আপনাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ এবং স্নেহ-মমতার অনুভূতি প্রথম হইতে বহুগুণে বেশী হয়। হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) অন্যত্র বলিয়াছেন, "নিজেদের মধ্যে এইরূপ হইয়া যাও, যেমন এক মায়ের পেটের দুই সহোদর ভাই" হুজুরের এই আদেশের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন এবং এ বিষয়ে লক্ষ্য করিতে থাকুন যেন আপনার হৃদয়ে প্রত্যেক আহমদী ভাইয়ের জন্য সেই রকম মহাব্বত এবং আবেগের সৃষ্টি হয় যেমন আবেগ এবং মহাব্বত নিজের সহোদর ভাইয়ের জন্য হইয়া থাকে।

আমি আল্লাহ্‌তালার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তরবীয়তি ক্লাশ যেন বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক এবং দ্বীন ও দুনিয়ার প্রত্যেক দিক হইতে সাফল্যমণ্ডিত হয়। মুরুব্বী এবং শিক্ষকগণকে যেন আল্লাহ্‌তালা ঠিক ভাবে তরবিয়ত এবং শিক্ষা দিবার তৌফিক দেন। তরবীয়ত হাসিল কারীদের আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তরবীয়ত এবং জ্ঞান শিখিবার তৌফিক দেন, (আমীন)!

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

আপনাদের ভাই

হামিদুল্লাহ

সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদিয়া, রাবওয়াহ্।

★

(জনাব শহীদুর রহমান সাহেবের অনুরোধে কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদর জনাব হামীদুল্লাহ্ সাহেবের পয়গাম)

আহা ! খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী !

দৌলত খাঁ খাদিম, এড্‌ভোকেট, হাইকোর্ট।

আহ্‌মদিয়া জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পতন ঘটিয়াছে। জমাতে আর একটি শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। লণ্ডন ও বার্লিনের স্বনামধন্য ভূতপূর্ব আহমদী মিশনারী খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী বি. এ. বি. টি. আর ইহ জগতে নাই। দীর্ঘকাল জরা বার্দ্ধক্য এবং পরিশেষে intestinal cancer (অন্ত্রের ক্যান্সার) রোগে ভুগিয়া বিগত ১লা নবেম্বর (অর্থাৎ ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার দিবাগত রাত্রে) ভোর অনুমান তিনটায় বগুড়া শহরস্থিত তাঁহার বাসভবনে মরহুমের অমর আত্মা অনিত্য সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অমর লোকে স্বীয় মৌলার নিকট পৌঁছিয়াছেন।

انا لله و انا اليه راجعون

মৌলবী মোবারক আলী সাহেব ১৮৮২ সালের ২৬শে মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, তিন কন্যা, কন্যা জামাতা এবং বহু নাতি নাতিনী এবং অন্যান্য অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর এক পুত্র ছিল। তিনি ছিলেন বোবা! বহুদিন পূর্ব্বে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া যান। তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিগত ৭ই নবেম্বর শুক্রবার বাদ জুম্‌আ ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে মরহুমের জনাজায়ে গায়েবানা পড়া হয় এবং পরিশেষে ঢাকা জমাতের আমীর সেখ মাহমুদুল হাসান সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ অধম লেখক, মৌলবী আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া এবং জনাব সদর মোবাল্লেগ সাহেব মরহুমের চরিত্রের নানা বৈশিষ্টের প্রতি আলোকপাত করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এক প্রস্তাবে মরহুমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়, তাঁহার আত্মার মাগফেরাত প্রার্থনা করা হয় এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ক্রমে এই প্রার্থনা করা হয় যে তাঁহার মৃত্যুতে জমাতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল আল্লাহতা'লা যেন তাহা পূর্ণ করেন। আমরা ও প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রত্যেক ভ্রাতাভগিনীর পক্ষে মরহুমের এই মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত এবং বুলন্দীয়ে দরজাত প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা আর সঙ্গে সঙ্গে দোওয়া করি তাঁহার এই মৃত্যুতে জমাতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল এবং শূন্যতার সৃষ্টি হইল আল্লাহতা'লা যেন অশেষ কৃপা বলে তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করেন। আমিন!

মরহুমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, আহ্‌মদিয়া সিল-সিলার ভিতর দিয়া। তিনি লণ্ডন ও বার্লিনে মিশনারীর কার্য্য করা ব্যতীত বহু বৎসর যাবত অর্থাৎ বিভাগ পূর্ব্ব যুগে অবিভক্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার এবং বিভাগ পরবর্তী যুগে কয়েক বৎসর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বোধ হয় ১৯৫০ ইং সালে জরাবার্দ্ধক্য এবং স্বাস্থ্যগত কারণে আমীরের গুরু দায়ীত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

মরহুম ১৯০৫ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। তিনি ছিলেন বগুড়া জিলার তৃতীয় গ্রাজুয়েট। কর্ম্ম জীবনে তিনি প্রথমে ফরিদপুর জেলায় কানুনগু পদে কাজ করেন। তখন

তিনি আহ্‌মদীয়া আন্দোলনে যোগ দেন, তারপর তিনি সাবইনস্পেক্টর অব স্কুলস্ হিসাবে শিক্ষা বিভাগে চাকুরী নেন। ১৯১০ইং সালে তিনি বি, টি, পাশ করেন। এবং পরে চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুলের এসিষ্টান্ট হেড মাষ্টার এবং পরে ১৯১৫ ইং সালে সেই স্কুলের হেড মাষ্টার পদে উন্নতি লাভ করেন। তিনি ১৯০৯ ইং সালে আহ্‌মদিয়া জমাতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিভাবে আহ্‌মদিয়তের পয়গাম তাঁহার নিকটে কোন সময় পৌঁছিয়াছিল এবং তিনি কতদিন এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু আহ্‌মদী হওয়ার পর তিনি যে এই আন্দোলনে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব-শক্তি প্রয়োগে তবলীগ করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বরং এই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে তবলীগের জন্য তিনি ছিলেন উন্মাদ প্রায়।

তিনি বলিতেন যে তিনি বাংলা দেশে তৃতীয় আহ্‌মদী। তাঁহার পূর্বে জিলা ময়মনসিংহ কিশোর গঞ্জ সাবডিভিশনের কুলিয়ার চর থানার অন্তর্গত নাগের গাঁও নিবাসী মরহুম মৌলবী রইসুদ্দীন খাঁ সাহেব ছিলেন বাংলা দেশের প্রথম আহ্‌মদী এবং হজরত মসিহ্ মউদ (আঃ)-এর সাহাবী। তৎপর নাকি জিলা চট্টগ্রামের জনৈক বুজুর্গ আলেম দ্বিতীয় ছিলেন। তিনি সাহাবী ছিলেন কিনা আমাদের জানা নাই। অধম এ কথাও শুনিয়াছে যে, আসামের পার্বত্য অঞ্চলে সম্ভবতঃ লংলায় বা মণিপুরেও জনৈক বুজুর্গ আলেম প্রাথমিক যুগে আহ্‌মদী হইয়া ছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত দুইজনের কোন বিস্তারিত তথ্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। আহ্‌মদিয়া সিলসিলার চট্টগ্রাম-বাসীভ্রাতাগণ এই বিষয়ে মনোযোগ দিলে হয়তঃ ফল হইতে পারে। এই বিষয়ে "আহ্‌মদী" পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়াও দেখা যাইতে পারে।

যাহাই হউক, মরহুম মৌলবী মোবারক আলী সাহেব সরকারী চাকুরী উপলক্ষে বোধ হয় প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় চট্টগ্রামের গবর্ণমেণ্ট মুসলিম হাই স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন। তিনি চট্টগ্রামে তবলীগ আরম্ভ করিলে চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট কলেজের আরবীর প্রফেসার মরহুম মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁন আহমদীয়া জমাতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাতে চট্টগ্রামের উলামা সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সেই সময় হযরত মৌলানা সওয়ার সাহেব প্রমুখ চারিজন আহমদী আলেম কাদিয়ান হইতে চট্টগ্রামে আগমন করেন। কিন্তু মোসলমানদের দুর্ভাগ্য এই যে, ধীর চিত্তে সমাগত আলেমদের বক্তৃতা-বিবৃতি শুনিবার তাহাদের সুযোগ হইল না। কাহারও উস্কানীতে কতিপয় দুষ্কৃতিপরায়ন লোক রাত্রি-যোগে সমাগত শ্রদ্ধেয় মেহমানদের অবস্থান-গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়। মেহমানদের জান মালের কোন ক্ষতি হয় নাই। অতঃপর মেহমান আলেমগণ ব্যক্তিগত সাক্ষাতে চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইয়া কাদিয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন।

মরহুম মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের সমসাময়িক আহমদীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অবসর প্রাপ্ত স্কুল সমূহের বিভাগীয় ইন্সপেকটর নাটোর নিবাসী মরহুম মৌলবী আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী এবং কুমিল্লার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেকটর মৌলবী আবু মোহাম্মদ হোস্‌সাম উদ্দীন হায়দর, চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট কলেজের আরবীর প্রফেসার মৌলানা আবদুল লতিফ খাঁন এবং সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার "বড় মৌলবী" হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব মরহুম মগফুর (আলয়েহিমুস্ সালাম ওয়াহমাতুল্লাহে আলায়হিম আজমায়ীন)।

উপরুক্ত পাক পাঞ্জাতনের মধ্যে হযরত "বড় মৌলবী" সাহেব ছিলেন মধ্যমণি। যদি তখনকার আহমদিয়া জমাতকে একটি মসজিদ বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে তাঁহাকে ধরা হবে গম্বুজ আর উপরুক্ত

মহারথী চতুষ্টয়কে বলিতে হইবে সেই মসজিদের চারি স্তম্ভ যাঁহাদের মধ্যে মরহুম মোবারক আলী সাহেব ছিলেন অন্যতম।

এই স্বনাম ধন্য পুরুষ পঞ্চক আহমদিয়া জমাতের সেই প্রাথমিক যুগে এই অঞ্চলে আহমদিয়াতের প্রচার এবং প্রসারে যে বিরাট দান রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যে ত্যাগ এবং তিতিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত আহমদিয়া জমাতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

তাঁহারা সকলেই কোন না কোন সময় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদিয়ার আমীরের পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। তন্মধে মরহুম "বড় মৌলবী সাহেব" ছিলেন প্রাদেশিক জমাতের প্রথম আমীর। তৎপর পর্য্যায়ক্রমে প্রফেসার আবদুল লতিফ খাঁন সাহেব খাঁন বাহাদুর আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী, এবং মৌলবী মোবারক আলী। তৎপর মৌলবী আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দীন হায়দর এবং পরে আবার খাঁন সাহেব মৌলবী মোবারক আলী। তাঁহাদের মধ্যে খাঁন বাহাদুর আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী সাহেব কলিকাতা জমাতের স্বনাম-ধন্য আমীর মরহুম হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর ১৯৩৭ ইং সালে যুক্ত বাংলার প্রাদেশিক জামাতের আমারতের সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল যাবত কলিকাতা জমাতের ও আমীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৌলবী আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দীন হায়দর সাহেবও কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতা জমাতের আমীরের পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। পরে তিনি পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদিয়ার ও আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

খাকসার ১৯১৬ ইং সালে হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে আহমদিয়া জমাতে দীক্ষা গ্রহণ করি, সে এক পৃথক ইতিহাস, তাহা বর্ণনা করিবার স্থান এ নয়। ১৯১৬ ইং সালে বয়েত গ্রহণ করিলেও এক "বড় মৌলবী" সাহেব ব্যতীত এই সমস্ত লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিতে প্রায় দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কেননা তখন না ছিল প্রাদেশিক আঞ্জুমান, আর না ছিল সালানা জল্‌সা। প্রাদেশিক আঞ্জুমানের পত্তন হয় ১৯১৭ইং সালের পূজার বন্ধের সময় ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাদেশিক আহমদীয়া সম্মিলনে বা প্রাদেশিক সালানা জলসায়। তখন ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার "বড় মৌলবী" মরহুম মগফুর জনাব মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব জমাতের আমীর ছিলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীয়াস্থ তাঁহারই বাড়ীতে সেই প্রথম সালানা জলসার অধিবেশন হয় এবং সেই বৎসরই বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদিয়া গঠিত হয় এবং প্রদেশময় জমাতের মেম্বরদের লিষ্ট প্রস্তুত ক্রমে বাষিক ১০০০৲ এক হাজার টাকা চান্দায়ে আমের এক বজেট গৃহীত হয়। এই লিষ্ট জনাব খাঁন বাহাদুর আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী সাহেব মেম্বরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সম্মুখে প্রস্তুত করেন। লিষ্ট প্রস্তুত কালে উৎফুল্ল বদনে খাঁন বাহাদুর বলিয়াছিলেন This is gathering the lost Sheep of Israel. "এই সেই ইস্রায়েলের হারাণ মেষ একত্রী করন।" আজ বায়ান্ন বৎসর পরে মরহুমের সেই ভবিষৎবাণী মুলক বাণী আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে। না, শুধু তাহা নয়, সেই বাণী উচ্চারণ কালে তাঁহার সেই বয়সের যৌবন উদ্দীপ্ত উজ্জল মুখ-মণ্ডলে যে স্বর্গীয় জ্যোতির আভা দেখিয়াছিলাম তাহা আজও আমার নয়নে প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আজ শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই শাখা জমাতের সংখ্যা ৭০টি। এতদ্ব্যতীত কোন শাখা জমাতের অন্তর্ভূক্ত নহেন এরূপ ভ্রাতা ভগ্নী ও অনেক আছেন যাহাদের সংখ্যা আমার জানা নাই।

মরহুম মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে ১৯১৯ ইং সালে

চট্টগ্রামে তাঁহার বাসভবনে। আমাকে সেই বৎসর মার্চ মাসে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য ফেনী হইতে চট্টগ্রামে যাইতে হয়। কেননা ফেনী স্কুলের তখনকার পরীক্ষা কেন্দ্র চট্টগ্রাম ছিল। আমি যাইব শুনিয়া মরহুমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মরহুম বিলায়েত আলী সাহেব চট্টগ্রাম ষ্টেশনে আসিয়া ছিলেন, কিন্তু পূর্বসাক্ষাৎ না থাকায় তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। কাজেই আমি সোজা আমার জানা ঠিকানা মরহুম প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেবের বাসায় চলিয়া যাই। সন্ধ্যার পরে সাইকেলে ভাই বিলায়েত আলী প্রফেসার সাহেবের বাসায় গিয়া আমাকে এই বলিয়া তাঁহাদের বাসায় লইয়া আসেন যে পরীক্ষার কেন্দ্র তাঁহাদের বাসার নিকটবর্তী। সুতরাং আমি বিনাবাক্য ব্যয়ে এই সাদর আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারিলাম না। এই উপলক্ষে পরীক্ষার প্রায় দশ পনের দিন আমি তাঁহার চট্টগ্রামস্থ বাসায় থাকি। তখন প্রত্যহ আমাকে পরীক্ষার জন্য সকাল নয়টায় খাওইয়া বিদায় করিতেন এবং অতি আগ্রহ সহকারে প্রত্যেক দিন সমস্ত অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন যেন আমি তাঁহারই একটি ছোট ভাই আর কি। এর পরেও তাঁহার বাসায় যাইবার আমার সুযোগ হইয়াছে এবং প্রতিবারই তাঁহার নিকট হইতে ভ্রাতৃসুলভ মায়া-মমতা এবং স্নেহের পরিচয় পাইয়াছি। আল্লাহ তাঁহাকে তজ্জন্য উত্তম পুরস্কার দিন।

সম্ভবতঃ ১৯২০ইং সালের প্রাদেশিক সালানা জলসায় আমরা জানিতে পারি যে হযরত খলীফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) তাঁহাকে বার্লিনের মুবাল্লেগ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তিনি শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন। ইহার কিছু দিন পর চাকুরী হইতে দুই বৎসরের ছুটী গ্রহণ করিয়া তিনি সত্য সত্যই মিশনারী লইয়া চলিয়া গেলেন। তারপর তাহার ছুটী শেষ হইলেও মিশনের কার্য্যে আরও অবস্থান করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইলে তিনি বিনা বেতনে ছুটী প্রর্থনা করেন কিন্তু শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ছুটী দিতে অস্বীকার করিলে তিনি বিনা দ্বিধায় এবং স্বেচ্ছায় স্বীয় পদে ইস্তফা দেন এবং আরও দুই কি তিন বৎসর বার্লিন ও লণ্ডনে মিশনারীর কার্য্য করিতে থাকেন। প্রায় ৫।৬ বৎসর পরে হযরত আমিরুল মোমেনীনের নির্দ্দেশ ক্রমে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং পুনরায় নূতন ভাবে জিলা স্কুলের হেড-মাষ্টার নিযুক্ত হন। এখান সেখান হইয়া পরে তিনি শেষ বয়সে স্বীয় জন্মস্থান বগুড়া জিলা স্কুলের হেড মাষ্টার থাকা কালে ১৯৪০ইং সালে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২০-২১ সালে বাংলার মোছলমান সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা এইরূপ ছিল যে, কেহ একটি পিওন ও পিয়াদার চাকুরী পাইলেও সাত পুরুষের জন্ম স্বার্থক হইয়াছে মনে করিত। সেই অবস্থায় জিলা স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়া মাত্র জীবিকার বিনিময়ে তিনি ইসলাম প্রচারে চলিয়া গেলেন এবং বেতন ভাতা এবং পেনসনের মায়া বিসর্জ্জন দিলেন। মানুষ আধ্যাত্মিকতার কোন স্তরে পৌঁছিলে মাত্র খলিফার আদেশে এরূপ চরম ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে। খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী ছিলেন সেই পর্য্যায়ের আত্ম-ত্যাগী পুরুষ। যুবতী স্ত্রী, চাকুরীর ভাবী পদোন্নতি, বর্দ্ধিত বেতন, ভাতা এবং সাংসারিক প্রভাব-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোন লোভই তাঁহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ইসলামের ডাকে তিনি গৃহ এবং স্বদেশ ত্যাগ করিলেন। এই আদর্শ হযরত ছাহাবায়ে কেরামের পরে কি মোসলমানদের মধ্যে দেখা যায়?

তারপর ১৯২৫ সালে মরহুম খান সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয় চুচুড়ার। সেখানে ছিলেন মৌলবী আবু মোহাম্মদ হুসাম উদ্দিন হায়দার, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

এবং ডেপুটী কালেক্টর; ১৯২৫ইং সালে তিনি ঢাকা হইতে বদলী হইয়া চুচুড়ায় মোতায়েন হন। তখন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী সাহেব ও সেখানে সম্ভবতঃ স্কুল সমূহের বিভাগীয় ইন্‌স্পেকটর ছিলেন কি তিনি দ্বিতীয় ইন্‌স্পেকটর ছিলেন। তখন খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী লণ্ডন মিশনের কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া চাকুরীর জন্য আবার তদ্বির করেন এবং কিছু দিন পর মালদহ জিলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হন। ইহার কিছু দিন পরে ১৯২৫ইং সালেই উপরুল্লিখিত চারি ব্যক্তি জমাতের একটি মাসিক মুখপত্র প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। কলিকাতা জমাতের প্রথম প্রেসিডেন্ট মরহুম লুৎফর রহমান সাহেবের ২৯নং ইসমাইল ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে তখন তাঁহার দুই জামাতা মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ সাহেব এবং মৌলবী গোলাম ছামদানী খাদিম এড্‌ভোকেট সাহেব বাস করিতেন। আর মৌলবী মোজাফ্‌ফার উদ্দীন চৌধুরী সাহেব ও কলিকাতায় থাকিয়া বি, এ, পড়িতেন। পত্রিকার নাম রাখা হইল "আহমদী"। চৌধুরী মোজাফ্‌র উদ্দিন সাহেব হইলেন ইহার পরিচালক বা ম্যানেজার এবং মৌলবী গোলাম ছমদানী সাহেব সম্পাদক কিন্তু আসলে ইহা একান্তই মৌলবী আবদুল হাফিজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীন ছিল। সকলেই ছিলেন অবৈতানিক। তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদিয়ার পক্ষে এইরূপ ব্যয় অর্থাৎ মাসে মাসে ৬০্ বা ৭০্ টাকা ব্যয়ে একটি পত্রিকা পরিচালনা করার কোন ব্যবস্থা তো ছিলই না, সঙ্গীতও ছিলনা। সুতরাং এরূপ অবস্থায় যাহা করিতে হয়, খান বাহাদুর আবদুল হাশেম খাঁন চৌধুরী, মৌলবী হুসাম উদ্দীন হায়দর, প্রফেসার আবদুল লতিফ এবং খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী এই পুরুষ চতুষ্টয় আঞ্জুমানের সাহায্য ব্যতীরেকেই তাহাদের কষ্টে অর্জ্জিত স্বল্প-বেতন লব্ধঅর্থ হইতে কিছু কিছু দান করিয়া সর্ব্ব প্রথমে "আহমদী" পত্রিকার পত্তন করিলেন। ইহার মুদ্রনায় পরিচালক মণ্ডলীকে যে দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দশ পাঁচ বার প্রেসে যাওয়া আসা না করিলে প্রুফ পাওয়া যাইত না। প্রেস বদলাইয়াও কোন ফল হইত না। কেননা প্রেসওয়ালার কথা আর কচু পাতার পানি দুই-ই সমান। তবু পরিচালক মণ্ডলী অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া পত্রিকা বাহির করিয়া চলিলেন। দেশ দেখিল, জগত দেখিল, বংলা দেশের আহমদীয়া জমাত সংখ্যায় মুষ্টিমের হইলেও তাহারা এতিম নহে। তাহাদিগকে দশ কথা শুমাইলে তাহারাও অন্ততঃ দুই কথা শুনাইতে পারে এবং পারিবে।

মোটের উপর, "আহমদী" পত্রিকা জমাতকে একেবারে মাটি যইতে আকাশে তুলিয়া ধরিল। যে সমস্ত ত্যাগী পুরুষের সাহায্যে ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে মরহুম খান সাহেব মোবারক আলী ছিলেন অন্যতম। সুতরাং জমাত "আহমদী" পত্রিকার জন্য এই সমস্ত কৃতী পুরুষের নিকট অশেষ ঋণী। আল্লাহতা'লা তাহাদের সকলকেই উত্তম পুরস্কার দিন। এই সেই "আহমদী" পত্রিকা যাহা ব্যতীত আমরা আহমদিয়া জমাতের অস্তিত্ব ও কল্পনা করিতে পারিনা। (চল্‌বে)

সেকালের তরুণ মোসলেম

দৌলত আহমদ খাঁ খাদেম বি, এ, বি-এল

[কর্ত্তৃক অনুদিত ও সঙ্কলিত]

ধর্ম্মের পথে ত্যাগ স্বীকার

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা ভালবাসার দ্রব্যগুলি (আল্লার পথে) ব্যয় না কর ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারবে না" কোরানের এই আয়েত অবতীর্ণ হইলে সাহাবিগণ (রাঃ)-একে অন্যের চেয়ে অধিকতর দান করিতে লাগিলেন। আবু তাল্‌হা নামক জনৈক সাহাবী এক অতি মূল্যবান সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া দিলেন। উহাতে একটি কূপ ছিল। উহার জল মিষ্ট ছিল এবং হজরত (দঃ) তাহা পান করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

* * *

হজরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ)-এর সঙ্গে হজরত আলী (রাঃ) এর বিবাহ হইবার পর একদিন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করিলে হযরত ফাতেমা বলিলেন, "নো'মানের পুত্র হারেসার কতকগুলি বাড়ী আছে, আপনি তাঁহাকে আমাদের জন্য একটি বাড়ী ছাড়িয়া দিতে আদেশ করুন না।" প্রত্যুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, "তিনি ইতিপূর্বেই আমাদের জন্য এতগুলি বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাকে আবার এমন কথা বলিতে আমার বাধে।" সুতরাং হযরত তাহাকে আর সেই কথা বলিলেন না। হযরত হারেসা কোন উপায়ে সেই কথা জানিতে পারিয়া দৌড়িয়া হযরতের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে আল্লার রসুল! আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে এবং আপনি আমার কোন জিনিষ গ্রহণ করিলেই আমি আনন্দ অনুভব করিব। যাহা আপনি গ্রহণ করেন, তাহা, আমার নিকট যাহা থাকে, উহার চেয়ে বেশী আনন্দ দান করে।" তৎপর তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া একটি বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। উহাতে হযরত ফাতেমা (রাঃ বাস করিতে লাগিলেন।

* * *

হিজরী ৮ম সালে যায়শুল-খাব্‌ত বলিয়া পরিচিত একটি যুদ্ধে মোসলমান সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন শত। কিন্তু রসদ শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং যোদ্ধাবৃন্দের চিন্তার অবধি ছিল না। অবশেষে অবস্থা এরূপ হইল যে তাহারা বৃক্ষপত্র ভক্ষণ পূর্বক প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সা'আদের পুত্র কয়েসও উপরুক্ত সৈন্য-দলে ছিলেন। তিনি তিনবার তিন তিনটি উষ্ট্র ধারে লইয়া তৎসমুদয় বধ-পূর্বক সমস্ত সৈন্যকে আহার করাইয়া ছিলেন।

মূল ঃ—*রহমতুল্লাহ্‌, খাঁ শাকের*

★

প্রিয় ইমামের ডাকে সাড়া দাও

প্রিয় ছোট ভাই বোনেরা তোমরা বোধ হয় জান যে, তোমাদের প্রিয় ইমাম এক জুম্মার খোতবায় সকল আহ্‌মদী পুরুষ, নারী, ছোট, বড়, ছেলেমেয়ে, সকলকে সুরা বাকারার প্রথম সতেরটি আয়াত মুখস্থ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি ইহাও বলেছিলেন যে, এক মাসের ভিতরে যেন সবাই মুখস্থ করে নেন। কিন্তু তোমাদের জন্য তিনি মেহেরবানী করে এর মেয়াদ কিছু বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি এই এলান বিগত এখা ২৯৬৯ বিশ্ব আতফালুল আহ্‌মদীয়া সম্মেলনে করেন। তিনি বলেছিলেন যে, আতফালরা যেন ২৬ ফাতাহ্ (ডিসেম্বর) পর্যন্ত ১৭টি আয়াত মুখস্থ করে নেয়।

আমাদের প্রিয় ইমাম যখনই যে আদেশ দিয়েছেন তখনই আমরা সে ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমরা এবারও আমাদের ছোট ভাইবোনদের কাছে এই আশা রাখি যে, তোমরা আগের ন্যায় এবারও যথাসাধ্যভাবে এতে সাড়া দেবে এবং সোওয়াবের অংশিদার হবে।

'ভাইজান'

এ অধঃপতন কেন ?

—আমতুল আজিজ (আজু)

মানুষকে খোদাতায়ালা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি দেখার জন্য চোখ, শুনার জন্য কান, শ্বাস ও ঘ্রান নেওয়ার জন্য নাক, কথা বলার জন্য জিহ্বা দিয়েছেন। এর সাথে সাথে দিয়েছেন বুদ্ধি ও বিবেক। যেন সে ভাল মন্দ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের, মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

আমরা দেখে থাকি যে, সমস্ত জিনিস আল্লাহ্-তায়ালা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস হতে মানুষ যথাসাধ্য খেদমত নিচ্ছে। সে খেদমত নিয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে আমাদের অন্তরে এ প্রশ্ন জাগে, মানুষের সৃষ্টির কারণ কি? মানুষ হতে কে খেদমত নেবে? এই প্রশ্নের সমাধান আল্লাহ্‌তায়ালা নিজেই পবিত্র কোরআনে বলে দিয়েছেন যে,

"আমি জীন এবং মানুষকে শুধু আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"

এবাদত অনেক রকম আছে যথা—নামায, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি। এবাদতের মধ্যে খোদা লাভ এবং অন্যতম এবাদত হল নামায। নামাযই এমন এবাদত যদ্বারা ঈমান এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। মানুষের আমলের মধ্য হতে খোদাতায়ালা হিসাব নিকাশের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব নিকাশ নেবেন।

কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ মানুষ তার প্রিয় প্রভুর এবাদত হতে বিমুখ হয়ে গেছে। আজ মানুষ দুনিয়ার ধ্যানে মগ্ন। সে নিজ সৃষ্টির আসল দিকটা ভুলে গেছে। তাই আজ এ পৃথিবীতে নানা রকমের ব্যভিচারের উৎপত্তি। মানুষ উন্মাদের ন্যায় ভ্রান্ত পথে ছুটে চলেছে। মনে হয় যেন তাকে এবাদতের জন্য নয় বরং অন্যায়ের বিস্তৃত তৃণ ভূমিতে উদভ্রান্তের ন্যায় ছুটে বেড়াবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব সেই মানুষ আজ অধঃপতনের নিম্নতম ধাপের গণনা গুণছে। এ অধঃপতন কেন? এর কারণ কি? এই যে মানুষ তার প্রিয় প্রভুর এবাদত হতে বিমুখ হয়েছে।

★

সংবাদ

(১)

রাবওয়া হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, হযরত আকদাস আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল্ মসিহিস্‌সালেসের স্বাস্থ্য খোদাতায়ালার ফজলে ভাল রহিয়াছে।

বন্ধুগণ প্রিয় ইমামের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার দরগায় দোয়া জারী রাখিবেন।

(২)

দুঃখিত

আহ্‌মদী পত্রিকা যথাসময়ে প্রত্যেক তারিখে বের হয়ে থাকে কিন্তু গত দুই সংখ্যা প্রেস কর্মচারীদের ধর্ম ঘটের দরুন বের হতে পারে নাই তার জন্য আমরা দুঃখিত।

(৩)

রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক আহমদীয়া সম্মেলনে যোগদান করতে এবার পূর্ব বাংলা হতে আমাদের বহু আহমদী ভাই গিয়েছেন। বিগত ২২শে ফাতাহ জনাব মোহতারেম প্রাদেশিক আমির মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, এবং তাঁর সার্থে সদর মুরুব্বী জনাব আবদুল আজীজ সাহেব ও মোয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জদীদ জনাব হাফেজ মোঃ সেকেন্দার আলী সাহেব রাবওার জন্য ঢাকা হতে রওনা হন। এইভাবে ২৫শে ফাতাহ আরও প্রায় ১২ জন বন্ধু জলসায় যোগদান করতে রওনা হন।

(৪)

খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্দেগে অনুষ্ঠিত তরবিয়তী ক্লাস আল্লাহ্‌তায়ালায় ফজলে সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়ে গেছে। এতে প্রদেশের প্রায় ৪০ জনেরও বেশী ছাত্র সামীল হয়েছিল। ক্লাসের শেষে ছাত্রদের মধ্যে প্রাদেশিক আমির সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন। ছাত্রদের দিক হতে জনাব আমির সাহেবকে দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি স্নেহ বশতঃ তাতে যোগদান করেন। উক্ত তরবীয়ত ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন সদর মুরুব্বী জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। সদর দুরুব্বী জনাব সলিমুল্লাহ্ সাহেব, বশির আহমদ সাহেব ও মোঃ মুসলিম সাহেব। এর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জেলা কায়েদ জনাব শহিদুর রহমান সাহেব, এবং ঢাকা কায়েদ জনাব হাকিমুদ্দিন সাহেব।

(৫)

খড়মপুর আঃ আঃ প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ গোলাম মওলা সাহেব কিছুদিন পূর্বে রিক্‌সা দুর্ঘটনায় আহত হন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জমাতের বন্ধুগনের নিকট তাঁর আরোগ্যের জন্য দোওয়ার আবেদন করা হইতেছে।

(৬)

মৌঃ আনিসুর রহমান সাহেব যিনি জামেয়া আহমদীয়াতে শিক্ষা লাভ করছিলেন তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে তার কোর্স শেষ করেছেন এবং শাহেদ পাশ করেছেন তার সাথে আরও ১৭ জন পাশ করেছেন। বন্ধুদের নিকট দোওয়ার আবেদন জানান হচ্ছে যে আল্লাহ্‌তায়ালা সকল উত্তির্ণকারীদের দীনের খেদমত করার বেশী বেশী তোফিক দেন। (আমিন)।

★

একটি শুভ সংবাদ

লাহোরস্থ "লাইট" পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, মাননীয় মৌলানা মোঃ ইয়াকুব খান সাহেবের হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেসে (আইঃ)-এর নিকট বয়াত গ্রহণ।

রাবওয়া—৯ই ফাতাহ (ডিসেম্বর) হুজুর (আইঃ) গতকল্য ৮ই ফাতাহ মসজিদে-মোবারকে নামাজ ফজর আদায়ের পর কিছুক্ষণ মসজিদে উপবিষ্ট থাকিয়া জামাতের উপস্থিত বন্ধুগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। এই প্রসঙ্গে হুজুর বন্ধুগণকে এই শুভ সংবাদটিও শুনান যে, মোহ্তারাম মৌঃ মোহাম্মাদ ইয়াকুব খান সাহেব, যিনি 'লাইট' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন এবং গয়ের মোবায়েয়ীন (খেলাফত অস্বিকারকারী লাহোর জামাত)—এর একটি শুভ স্বরূপ বিবেচীত হইতেন, তিনি খেলাফতের বয়য়াত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি দৈনিক আল-ফজলের নামে একখানা চিঠিও লিখিয়াছেন। হুজুর আরও বলেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, যে, তিনি সম্পুর্ণ রুপে বুঝিয়া শুনিয়া পুরো-পুরিভাবে সন্দেহ মুক্ত হইয়া على وجه البصيرة পূর্ণ জ্ঞান সহকারে বয়য়াত গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর হুজুরের নির্দেশানুক্রমে মোহতারাম মোলানা আবুল আতা সাহেব আল-ফজলের নামে মোহ্তারাম মৌঃ মোহাম্মদ ইয়াকুব খান সাহেব প্রেরিত উক্ত পত্রটি উপস্থিত বন্ধুগণকে পাঠ করিয়া শুনান।

আল-ফজলে প্রকাশিত মৌঃ মোঃ ইয়াকুব সাহেবের উক্ত পত্রের পূর্ণ বিবরণের বঙ্গানুবাদ আহ্মদীর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। ইন্শাআল্লাহ।

(দৈনিক আল ফজল, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৯)

॥ প্রশ্নত্তোর বিভাগ ॥

"গেল বারের উত্তর"

১। রসুল করীম (সাঃ)-কে একটি কাশ্ফ দ্বারা তার উম্মতের সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা জ্ঞাত করেন এবং আকাশ মণ্ডলী ভ্রমণ করান উহাই মেরাজ নামে প্রসিদ্ধ।

২। হযরত খালেদ (রাঃ)। তিনি প্রায় ১২০টি যুদ্ধতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

৩। হযরত খালেদ (রাঃ)-কে "সাইফুল্লাহ" উপাধি দেওয়া হয়। (সাইফুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্তালার তরবারী)

৪। গোজওয়ায়ে জম'ল সেই যুদ্ধকে বলা হয় যে যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) উটে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

৫। (১) হযরত ওমর (রাঃ) শহীদ হন ইরানী গোলাম আবুলুলুর হাতে।

(৩ হযরত ওসমান (রাঃ) শহীদ হন আবদুল্লাহ্ বিন সা'বার হাতে।

(৩) হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হন আবদুর রহমান-এর হাতে

যাদের ত্রুটি ভুল হয়েছে

ময়মনসিংহ হতেঃ—আসাদুল্লাহ, আসেকউল্লাহ, মমতাজ বেগম।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran. with English Translation		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● কিসতিয়ে নূহ ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	Rs. 1·25
● Islam and Communism	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 0·62
● আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 1·00
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● তফসীরে সাগীর ঃ	মির্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	Rs, 23·75
● ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● Karachi Majlish Khuddamul Ahmadiyya Souvenir		Rs. 3·00

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.